দৈনিক বাংলা

245

তারিখ ...24/9/80
পৃষ্ঠা... 1 ......কলাম... 4 ...

সৌদী রাষ্ট্রদূত মঙ্গলবার গুলশানে ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণের জন্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দশ লাখ ডলারের একটি চেক হস্তান্তরের পর কেন্দ্রটির মডেল দেখেন। —দৈনিক বাংলা

ইসলামী প্রযুক্তি কেন্দ্রের জন্য দশ লাখ ডলার সৌদী চাঁদা

ইসলামী প্রযুক্তি ও বৃত্তি প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ আগামী জানুয়ারীতে শুরু হবে এবং ১৯৮৩ সাল নাগাদ পুরোপুরি কাজের উপযোগী হবে। দু কোটি মার্কিন ডলার ব্যয়ে এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

মঙ্গলবার কেন্দ্রের পরিচালক বোর্ডের সদস্যদের সংবর্ধনা এবং কেন্দ্রে সৌদী আরবের ১০ লাখ ডলার চাঁদা প্রদান অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের পরিচালক ডঃ রফিকুদ্দিন আহমদ উপরোক্ত তথ্য প্রকাশ করেন। খবর বাসসের।

তিনি জানান, ১৯৮২ সালের জুলাই মাস থেকে একটি অন্তর্বর্তী

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

সৌদী চাঁদা

(১ম পৃঃ পর)

প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করার প্রস্তাব রয়েছে।

চলতি বছর মে মাসে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত একাদশ ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে কেন্দ্রের পরিচালক বোর্ড অনুমোদন করা হয়। বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, ইরাক, লিবিয়া সৌদী আরব, সেনেগাল, তুরস্ক, সংযুক্ত আরব আমীরশাহী, গাম্বিয়া, ইসলামী সচিবালয় ও ইসলামী প্রযুক্তি কেন্দ্রের প্রতিনিধিদের নিয়ে বোর্ড গঠিত হয়।

ডঃ রফিকুদ্দিন আহমদ বলেন, বাংলাদেশ সরকার কেন্দ্রের জন্য ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়কের ওপর ১০ লক্ষাধিক ডলার মূল্যের ৩০ একর জমি দান করেছেন এবং জমির উন্নয়নের জন্য আরো চার লাখ ডলার দেওয়া হয়েছে।

তিনি জানান, সৌদী সরকার কেন্দ্রের জন্য ৪০ লাখ ডলার দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং মঙ্গলবারের ১০ লাখ ডলার চাঁদাসহ ২০ লাখ ডলার কেন্দ্রের কাছে অর্পণ করেছেন।

ডঃ আহমদ জানান, কেন্দ্রের কর্মচারী উন্নয়ন ও ছাত্র বৃত্তি তহবিলে ইসলামী সংহতি তহবিল ৫০ হাজার ডলার চাঁদা দিয়েছে। কেন্দ্রের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের বেশীরভাগই বাধ্যতামূলক তহবিল দিয়ে দিয়েছে।

অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে সৌদী রাষ্ট্রদূত শেখ আবদুল হামিদ আল খাতিব বলেন, সংস্কৃতি, স্থাপত্য ও শিক্ষাসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শের প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

তিনি উল্লেখ করেন, আমাদের উন্নয়নের জন্য আমরা আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ করতে পারি কিন্তু অন্য দেশের সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশকে মেনে নেবো না।

সৌদী রাষ্ট্রদূত কেন্দ্রের জন্য চাঁদা বাবত ১০ লাখ ডলারের একটি চেক অর্পণ করেন।

কেন্দ্রের পরিচালক বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ সরকারের জনশক্তি উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব এ বি এম সফদার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাকে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও সংহতির জন্য একটি বিশিষ্ট ঘটনা বলে অভিহিত করেন।